VARTA
Gender, Sexuality, Intimacy, Publishing

ক্ষুদ্র পদক্ষেপে বড় সাফল্য!

পবন ঢাল (অনুবাদ এস. পী. সরকার)
ঘটনা, ডিসেম্বর ২০১৬

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল West Bengal Public Service Commission-কে পরীক্ষার ফর্মে রূপান্তরকামীদের জন্য লিঙ্গ বিভাগ অন্তর্ভুক্তিকরণের নির্দেশ দিয়েছেন

কোলকাতা, ডিসেম্বর ৫, ২০১৬: রূপান্তরকামীদের অধিকার পশ্চিমবঙ্গে আজ একটি শক্তিশালী নৈতিক সহায়তা পেতে চলেছে! একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অত্রি কর, যিনি নিজেকে একজন রূপান্তরকামী হিসেবে দাবি করেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গের সিভিল সার্ভিস ২০১৭-এর পরীক্ষার জন্য অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে পারেননি, কারণ লিঙ্গ (Gender) বিভাগে চিহ্নিত করবার জায়গায় শুধুমাত্র পুরুষ এবং মহিলারই উল্লেখ ছিল।

তিনি Human Rights Law Network-এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন; প্রতিনিধিত্ব করেন আইনজিবী ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী। ভারতীয় রূপান্তরকামীদের পরিচয় ও অধিকার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে (National Legal Services Authority / NALSA, এপ্রিল ২০১৪)

সামনে রেখে মাননীয় বিচারপতির সাথে তর্কে যোগদান করেন আইনজিবী ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী এবং তাকে সহায়তা করেন আইনজিবী কৌশিক গুপ্ত। আবেদনকারী তার আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অনুচ্ছেদ ১২৯(২) যুক্ত করেন।

মাননীয় বিচারপতি অমিত তালুকদার ও সমর ঘোষ- এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ WBPSC পরীক্ষার ফর্মে আবেদনকারীর পছন্দসই লিঙ্গ বিভাগ সহকারে অফলাইনে তা পূরণ করার এবং একই সঙ্গে WBPSC–কে তার অনলাইন ফর্মের মধ্যে লিঙ্গবিভাগ চিহ্নিতকরণকে ত্রুটিমুক্ত করার নির্দেশ দেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ অত্রি কর ও তার সমর্থকদের দ্বারা দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি ভারতীয় রূপান্তরকামীদের পরিচয় ও অধিকার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত হতে গতি প্রদান করতে পারে। আশা করা যায় এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে।

এই কাহিনী অত্রি কর ও *বার্তার* অন্যদের কাছ থেকে নেওয়া তথ্য থেকে সংগৃহীত। অত্রি করের উপর একটি বিস্তারিত রিপোর্ট এই মাসে পরে *বার্তা*তে প্রকাশিত হবে।

মূল ছবি সম্পর্কে তথ্য: ১১ই ডিসেম্বর, ২০১৬- এ আয়োজিত 'পনেরোতম কোলকাতা প্রাইড ওয়াক'-এর আগে কোলকাতা রেনবো প্রাইড ফেস্টিভাল–এর উদ্যোগে একটি স্লোগান আর পোষ্টার উন্নয়ন কর্মশালা থেকে সংগৃহীত। পোষ্টারে কথা: "শান্তি বজায় রাখুন এবং আপনার রূপান্তরকামী বন্ধুদের ভালোবাসুন"| পোষ্টার কৃতিত্ব: সন্দিপ্তা দাস; ছবি কৃতিত্ব: প্রসেনজিৎ পাল|

* * *